বিভক্তি

বিভক্তির সংজ্ঞাঃ-

“সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। “

অর্থাৎ, যার দ্বারা সংখ্যা (একবচন – দ্বিবচন – বহুবচন), কারক (কর্তৃ – কর্ম – করণ – সম্প্রদান – অপাদান – অধিকরণ) প্রভৃতির বোধ জন্মায় তাকে বিভক্তি বলে।

বিভক্তির প্রকারভেদঃ-

বিভক্তি দুই প্রকার যথা – সুপ্ বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি এবং তিঙ্ বিভক্তি বা ধাতু বিভক্তি

সুপ্ বিভক্তির সংখ্যাঃ-

সুপ্ বিভক্তি সাতটি যথা – প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

সম্বোধন কোনোও আলাদা বিভক্তি নয়, এটি প্রথমা বিভক্তিরই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। শব্দরূপে প্রত্যেক বিভক্তির তিনটি করে বচন আছে। তাই সুপ্ বিভক্তির মোট রূপ ৭×৩=২১ টি।

সংস্কৃত সুপ্ বিভক্তি -র রূপ (বাংলা অক্ষরে)

বিভক্তি	**একবচন**	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
প্রথমা	সু (ঃ)	ঔ	জস্ (অঃ)
দ্বিতীয়া	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
তৃতীয়া	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
চতুর্থী	ঙে (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
পঞ্চমী	ঙসি (অঃ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
ষষ্ঠী	ঙস্ (অঃ)	ওস্ (ওঃ)	আম্
সপ্তমী	ঙি (ই)	ওস্ (ওঃ)	সুপ্ (সু)

সুপ্ বিভক্তির নামকরণঃ-

এই সাত বিভক্তির নাম সুপ্। এদের আদি অক্ষরে **‘সু’** এবং শেষ অক্ষর **‘প্’** নিয়ে বৈয়াকরণেরা নামকরণ করেছেন **‘সুপ্’** ।

সংস্কৃত সুপ্ বিভক্তির ব্যবহারঃ-

ব্যবহারকালে সুপ্ বিভক্তির চিহ্নগুলি হুবহু ব্যবহৃত হয় না। চিহ্নগুলি কখনোও থাকে, কখনোও লুপ্ত হয়, আবার কখনোও বা বদলে যায়।

সংস্কৃত সুপ্ বিভক্তি ব্যবহারের উদাহরণঃ-

নর + সু (ঃ) = নরঃ (থাকল)।

নদী + সু (ঃ) = নদী (লুপ্ত হল)।

নর + টা (আ) = নরেণ (বদল হল)।

****

কারক কাকে বলে ও কারক কথার ব্যুৎপত্তি

কারক কথার ব্যুৎপত্তি হল √কৃ + অক। কৃ ধাতুর অর্থ হল করা। তাই কারক কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'যে করে'। কিন্তু ব্যাকরণে কারক কথাটি সম্পূর্ণ এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

কারক কাকে বলে

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ককে কারক বলে। পাণিনি বলেছেন "ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্।" এর অর্থ: ক্রিয়ার সাথে যার সম্পর্ক আছে, সে কারক। পাণিনির সংজ্ঞা অনুযায়ী যে পদটির সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক, সেই পদটি কারক। সুতরাং পাণিনির মত অনুসারে কারকের সংজ্ঞা হওয়া উচিত: যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সরাসরি সম্পর্ক আছে, সেই বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে কারক বলে।

কারক কত প্রকার

কারক ছয় প্রকার: কর্তৃ কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক। সংস্কৃত ব্যাকরণে নিমিত্ত কারক নেই, দান ক্রিয়ার গৌণ কর্মের সঙ্গে নিমিত্তের ধারণাটিও সম্প্রদান কারকের অন্তর্গত।

কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম :— কর্তার ঈপ্সিততম অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যাকে বেশি পেতে সর্বাধিকভাবে ইচ্ছা করে, তাকে কর্ম কারক বলে। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—

- বালকঃ **অন্নং** খাদতি।
- বালিকা **চন্দ্রং** পশ্যতি।
- ছাত্রঃ **পুস্তকং** পঠতি।
- রামঃ **বনং** গচ্ছতি।

****

বিসর্গ সন্ধি কাকে বলে?

বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।

যেমন: মনঃ + কামনা = মনস্কামনা (বিসর্গ + ব্যঞ্জন)

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ (বিসর্গ + স্বর)

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

নমঃ + কার নমস্কার

পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন

****

নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, বষট্ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

****

করণ কারকে তৃতীয়া ও অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

****

১৬ টা দ্বিকর্মক ধাতু। দুহ্, যাচ্

অইউণ্ ।১। ঋলৃক্ ।২। এওঙ্ ।৩। ঐঔচ্ ।৪। হযবরট্ ।৫। লণ্ ।৬। ঞমঙণনম্ ।৭। ঝভঞ্ ।৮। ঘঢধষ্ ।৯। জবগডশ্ ।১০। খফছঠথচটতব্ ।১১। কপয্ ।১২। শষসর্ ।১৩। হল্ ।১৪।

বরদরাজঃ— ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যাণাদিসংজ্ঞার্থানি। এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।।

সরলার্থঃ— অইউণ্ থেকে হল্ পর্যন্ত এই সূত্রগুলি পাণিনি সম্প্রদায়ের কাছে শিবসূত্র বা মাহেশ্বর সূত্র নামে পরিচিত। এই মাহেশ্বর সূত্রগুলি সাক্ষাত্ মহেশ্বরের কাছ থেকে আচার্য পাণিনি বর্ণসমাবেশের জন্যে পেয়েছিলেন। অণ্প্রভৃতি প্রত্যাহার-সংজ্ঞা এই সূত্রগুলি থেকেই পাওয়া যায়।

এই সুত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি ইত্সংজ্ঞক হয়। যেমন— ণ্, ক্, ঙ্ প্রভৃতি। হকার প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণে যে অকার থাকে, যেমন— হ্ অ হ, এই অ হ্-কারের উচ্চারণের জন্য। কেবলমাত্র লণ্সূত্রে মধ্যবর্তী অকার ইত্সংজ্ঞক হয়। সূত্রস্থ যে কোন বর্ণ থেকে শুরু করে, যে কোন ইত্ বর্ণ পর্যন্ত এক একটি প্রত্যাহার গঠিত হয়— ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সাধন করার জন্য, তাই এই সূত্রগুলিকে প্রত্যাহার-সূত্রও বলা হয়।।

সরলার্থঃ— কোনো মাহেশ্বর সূত্রের অন্ত্য ইত্সংজ্ঞক বর্ণের সঙ্গে উচ্চারিত আদিবর্ণ, যেমন—অইউণ্, এখানে ণ্ এর সঙ্গে উচ্চারিত অ একই সঙ্গে নিজের ও মধ্যস্থিত বর্ণ সমূহের গ্রাহক হয়। অণ্ বললে আমরা বুঝি অ, ই, উ—এই তিনটি বর্ণ। এইরূপে অচ্, হল্, অল্ ইত্যাদি প্রত্যাহার গঠিত হয়। প্রথম সূত্রের অ থেকে শুরু করে ঐঔচ্—এর চ্ পর্য্যন্ত অচ্ প্রত্যাহার-এটি সমস্ত স্বরবর্ণকেই বুঝায়। এইভাবে হযবরট্ এর হ থেকে শুরু করে শেষ হলের ল্ পর্য্যন্ত হল্ অর্থাৎ সব ব্যঞ্জনবর্ণ। আবার প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণ অ এবং শেষ সূত্রের শেষ বর্ণ ল্—এই দুটি নিয়ে অল্ প্রত্যাহার—যা কিনা সমস্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকেই বুঝায়। এইভাবে অন্য প্রত্যাহার গুলিকেও বুঝতে হবে। মাহেশ্বর সূত্র থেকে পাণিনি ৪২টি প্রত্যাহার ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও, সুবিভক্তি থেকে শুরু করে সুপ্ বিভক্তি পর্য্যন্ত সুপ্ এবং তিবিভক্তি থেকে শুরু করে মহিঙ্ পর্য্যন্ত তিঙ্—এই দুটি প্রত্যাহারও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের

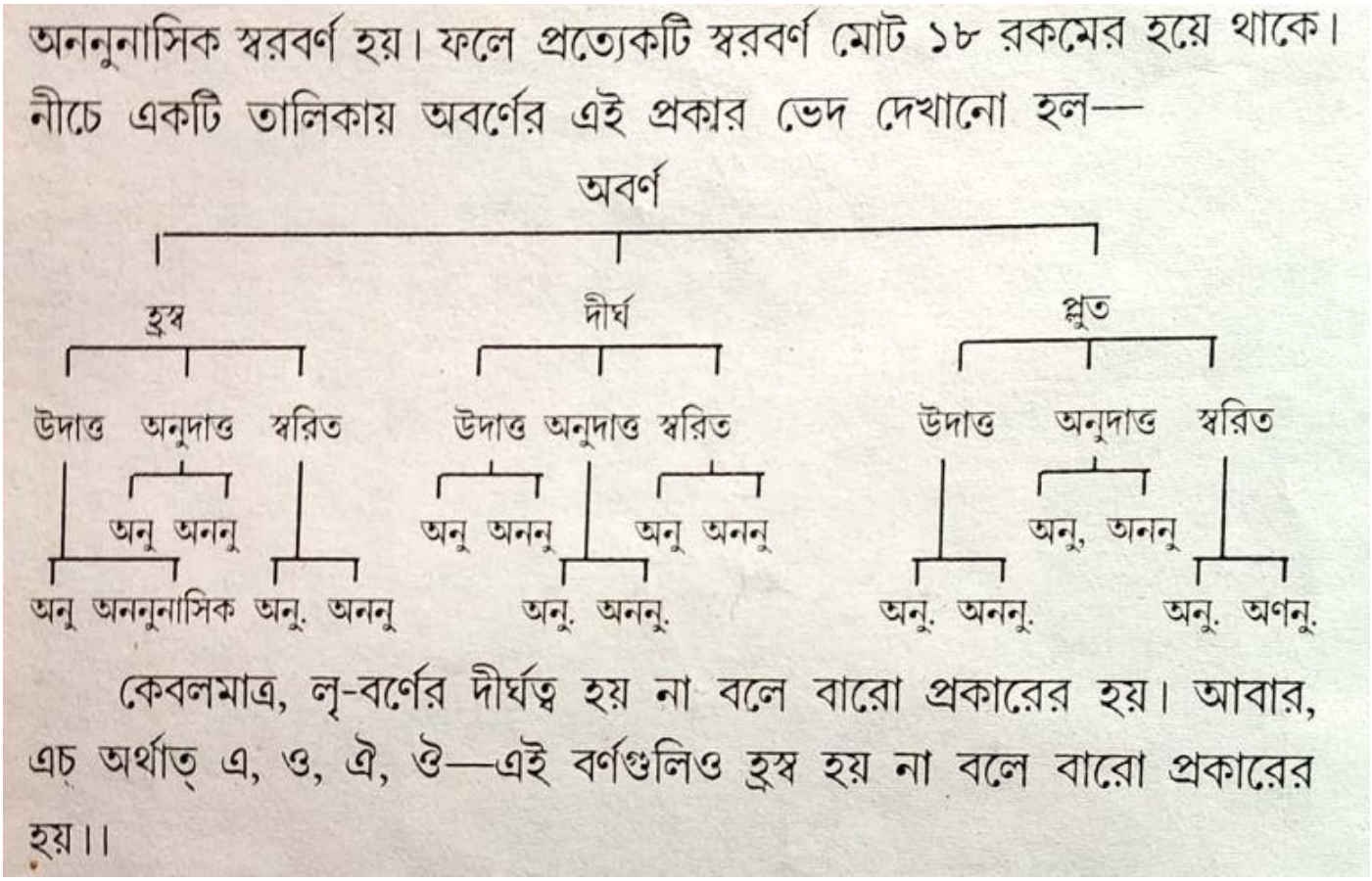

"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" সূত্রানুসারে অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি

অর্থাৎ কোনো সর্দির বস্তু থেকে কোনো কিছুর বিশ্লেষণ বা বিচ্ছেদ হলে যা থেকে বিচ্ছেদ হয় তাতে অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

উদাহরণ – **বৃক্ষাৎ** ফলং পততি।

ঈপ্সিততম কর্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি

কর্তা ক্রিয়াপদের মাধ্যমে যাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পেতে ইচ্ছা করে ঈপ্সিততম কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

উদাহরণ – বালকঃ পয়সা **অন্নং** ভুঙ্‌ক্তে।

বাক্যটির অর্থ হল ছেলেটি দুধ দিয়ে ভাত খাচ্ছে। কর্তা বালক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে ভাতকে বেশি পরিমাণে পেতে ইচ্ছা করছে। তাই 'অন্নম্' পদটিতে ঈপ্সিততম কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।